[২০১৮] ১ এস সি আর ১৭১

ত্রিপুরারি শরণ এবং আরেকজন

বনাম

রঞ্জিত কুমার যাদব এবং অন্যান্যরা

(২০১৮ সালের দেওয়ানি আপিল নং ১৫৭)

জানুয়ারী ১১, ২০১৮

[অরুণ মিশ্রা এবং মোহন এম. শান্তনগৌদর, বিচারপতিদ্বয়]

শিক্ষা/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-মেডিকেল কোর্সে ভর্তি-যোগ্য সংরক্ষিত প্রার্থী (এমআরসি)-এর ক্ষেত্রে অনুসরণ করা পদ্ধতি এবং কলেজে আসন বরাদ্দ-সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থী তার যোগ্যতার ভিত্তিতে ভর্তির অধিকারী এবং সংরক্ষিত বিভাগের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন সংরক্ষিত রাখা কলেজগুলিতে ভর্তির বিকল্প থাকবে-তবে, সংরক্ষণের শতাংশ গণনা করার সময়, তাকে সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থী হিসাবে নয়, উন্মুক্ত বিভাগের প্রার্থী হিসাবে ভর্তি করা হয়েছে বলে মনে করা হবে-এইভাবে, প্রতিটি বিভাগে আসনের সংখ্যা স্থির থাকে এবং ৫০ শতাংশ সংরক্ষণের ঊর্ধ্বসীমা লঙ্ঘন করা হয়নি।

আপিল খারিজ করে আদালত

আদেশ: ১. প্রায়শই, কারিগরি ও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভর্তির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায়, যেমন সংরক্ষিত বিভাগ/বিভাগের কিছু প্রার্থী, তাদের নিজস্ব যোগ্যতার ভিত্তিতে এবং সাধারণ প্রবেশিকা পরীক্ষায় তাদের পারফরম্যান্সের উপর নির্ভর করে উচ্চতর পদমর্যাদার জন্য যোগ্যতা অর্জন করে, সাধারণ মেধা তালিকায় রাখা হয়। সংরক্ষিত বিভাগের এই ধরনের প্রার্থীরা যারা তাদের নিজস্ব যোগ্যতার ভিত্তিতে যোগ্যতা অর্জন করে, সাধারণ মেধা তালিকায় রাখা হয়, তাদের মেরিটোরিয়াস রিজার্ভ প্রার্থী (এমআরসি) হিসাবে বর্ণনা করা হয়। একটি এমআরসি যে সাধারণ বিভাগের আসন দখল করে থাকে তাকে সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত কোটার বিরুদ্ধে গণনা করা হয় না, তবে তাকে ওপেন জন প্রার্থী বা সাধারণ যোগ্যতা প্রার্থী হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

ইন্দ্র সাওনি বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন (১৯৯২) সম্পূরক ৩ এস. সি. সি ২১৭: [১৯৯২] ২ সম্পূরক এস. সি. আর ৪৫৪; আর. কে. সভরওয়াল বনাম পঞ্জাব রাজ্য (১৯৯৫) ২ এস. সি. সি ৭৪৫: [১৯৯৫] ২ এস. সি. আর ৩৫-উল্লিখিত।

২. বিবেচনার জন্য দুটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়ঃ i. কোনও এমআরসি সংরক্ষিত বিভাগের জন্য নির্ধারিত আসন বেছে নিতে পারে কিনা? যদি উত্তর হ্যাঁ হয়; এমআরসি-কে বরাদ্দ করা ৫০ টিএম আসনের কী হবে (আই. সি. ৫০ সাধারণ যোগ্যতা প্রার্থী) যদি তিনি সংরক্ষিত বিভাগের জন্য নির্ধারিত আসনটি বেছে নিয়েছিলেন যার সাথে তিনি সম্পর্কিত? হাতে থাকা বিষয়ে, এটি এমন নয় যে সংরক্ষিত বিভাগের অন্য কোনও প্রার্থী, সাধারণ বিভাগের আসন বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে এমআরসি-র সাধারণ বিভাগের স্থান গ্রহণকারী প্রার্থী ব্যতীত, সামঞ্জস্য করা হবে। মেডিকেল ভর্তিতে একটি এমআরসি-র শেষ সাধারণ যোগ্যতার চেয়ে বেশি নম্বর রয়েছে, তাই তাকে সাধারণ বিভাগের প্রার্থী হিসাবে বিবেচনা করা হবে। সংরক্ষিত বিভাগে কেবলমাত্র কলেজ আসনের পছন্দ তার জন্য উন্মুক্ত। এইভাবে, প্রতিটি বিভাগে 'ই'-এর সংখ্যা স্থির থাকে এবং সংরক্ষণের সর্বোচ্চ সীমা লঙ্ঘন করা হয় না।

শ্রী রিতেশ আর. সাহ বনাম ডঃ অয়াই. এল. ইয়ামুল (১৯৯৬) ৩ এস. সি. সি ২৫৩: [১৯৯৬] ২ এস. সি. আর ৬৯৫ ~ নির্ভর করেছিল।

ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বনাম রমেশ রাম ও অন্যান্যরা (২০১০) ৭ এস. সি. সি ২৩৪: [২০১০] ৬ এস. সি. আর ৬৯৮; বিহার রাজ্য বনাম এম. নীতি চন্দ্র (১৯৯৬) ৬ এস. সি. সি ৩৬: [১৯৯৬] ৫ সম্পূরক এস. সি. আর ৬৯৬ ~ প্রয়োগযোগ্য নয়।

অলোক কুমার পণ্ডিত বনাম অসম রাজ্য ও অন্যান্যরা ২০১২ (১৩) এস. সি. সি ৫১৬: [২০১২] ১১ এস. সি. আর ৮৭; সমতা আন্দোলন সমিতি বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (২০১৪) ১৪ এস. সি. সি ৭৪৫: [২০১৩] ১১ এস. সি. আর ১১২৪; ডঃ অনিল কুমার বনাম বিহার রাজ্য (১৯৯৮) ৯ এস. সি. সি ৪০৫-উল্লিখিত।

৩। একজন এম. আর. সি সংরক্ষিত বিভাগের জন্য নির্ধারিত একটি আসন বেছে নিতে পারে, যাতে কম যোগ্যতাসম্পন্ন সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থীদের বিরুদ্ধে তাকে অসুবিধায় না পড়তে হয়। এই জাতীয় এম. আর. সি শুধুমাত্র সাধারণ বিভাগের অংশ হিসাবে বিবেচিত হবে। এম. আর. সি-র পছন্দের কারণে, একটি সংরক্ষিত বিভাগের আসন দখল করা হয় এবং সাধারণ বিভাগের প্রার্থীদের জন্য উপলব্ধ পছন্দগুলির মধ্যে একটি আসন দখল থাকে। ফলস্বরূপ, সংরক্ষিত বিভাগের মধ্যে পছন্দ ছিল এমন একটি কম-র্যাঙ্কযুক্ত সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থী প্রভাবিত হয় কারণ তিনি আর কোনও বিকল্প পান না। পরিস্থিতি প্রতিকার করতে অর্থাৎ ক্ষতিগ্রস্ত প্রার্থীকে প্রতিকার দিতে, ৫০তম আসনটি যা একটি এমআরসিকে বরাদ্দ করা হত, যদি সে তার নিজের

সংরক্ষিত শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত একটি আসন না নিত, তাহলে এখন সেই সংরক্ষিত শ্রেণীর তালিকাভুক্ত প্রার্থী দ্বারা পূর্ণ করা হবে যিনি এমআরসির পছন্দের কারণে বঞ্চিত হচ্ছেন। এর ফলে সংরক্ষণের শতাংশ ৫০ শতাংশ থাকবে। ৫০ শতাংশ সংরক্ষণের বিধি কোনও পরিস্থিতিতেই লঙ্ঘন করা উচিত নয়।

মামলা প্রসঙ্গঃ

[১৯৯২] ২ সম্পূরকএসসিআর ৪৫৪	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৭
[১৯৯৫] ২এসসিআর ৩৫	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৭
[১৯৯৬] ২এস সিআর ৬৯৫	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ৮
[২০১০] ৬এস সিআর ৬৯৮	প্রযোজ্য নয়	অনুচ্ছেদ ৯
[২০১২] ১১এস সিআর ৮৭	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৯
[২০১৩] ১১এস সিআর ১১২৪	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ১০
[১৯৯৬] ৫ সম্পূরকএস সিআর ৬৯৬	প্রযোজ্য নয়	অনুচ্ছেদ ১১
(১৯৯৮) ৯এস সি সি ৪০৫	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ১১

দেওয়ানি আপিল এখতিয়ারঃ ২০১৮ সালের দেওয়ানি আপিল নং ১৫৭।

পাটনা হাইকোর্টের বিচার বিভাগের ২৮.১০.২০১৬ তারিখের রায় এবং আদেশ থেকে, ২০১৬ সালের এমজেসি নং ৩৬৮০ এবং ২০১৬ সালের সিডব্লিউজেসি নং ১৬৬৭৩।

২০১৮ সালের সি এ নং ১৫৮ সহ।

শেখর নাফাদে, সুব্রামানিয়াম প্রসাদ, প্রবীণ আইনজীবী অভয় কুমার, সৌরভ মিশ্র, হিমাংশু, বিলাল খান, অভিনব মুখার্জি, শ্রীমতি বিহু শর্মা, সিদ্ধার্থ গর্গ, সুশ্রী পুরনিমা কৃষ্ণা, আপিলকারীর পক্ষে আইনজীবীরা।

সুশ্রী মীনাক্ষী অরোরা, প্রবীণ আইনজীবী, সুশ্রী আভা আর. শর্মা, সুশ্রী সুজিতা শ্রীবাস্তব, ডি. এস. পারমার, গৌরব শর্মা, সুশ্রী আমানদীপ কৌর, প্রতীক, ধাওয়াল, সুশ্রী মানসি, প্রশান্ত ভূষণ, গোবিন্দ জি, রণবীর যাদব, উত্তরদাতাদের জন্য আইনজীবীরা।

আদালতের রায় প্রদান করেন

মোহন এম. শান্তনগৌদার, বিচারপতি ১। অনুমতি মঞ্জুর,

২। হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত ২৮.১০.২০১৬ তারিখের রায়

সি. ডব্লিউ. জে সি-তে ২০১৬ সালের ৩৬৮০ নং এম. বিচারপতি পাটনার বিচার বিভাগ: ০১৬ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি এই আপিলগুলিতে প্রশ্নবিদ্ধ। উক্ত রায়ের মাধ্যমে, হাইকোর্টের পূর্ণ বেঞ্চ রাজ্য সরকারের ১৪.১১.১৯৯৫ তারিখের একটি বিজ্ঞপ্তি অনুসারে এমবিবিএস/বিডিএস এবং পিজি কোর্সের ভর্তি প্রক্রিয়ার বৈধতা বা অন্য কোনও বিষয়ে পাটনা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক প্রদত্ত রেফারেন্সের উত্তর দেয়।

৩। আরও এগিয়ে যাওয়ার আগে প্রাসঙ্গিক বিজ্ঞপ্তি অর্থাৎ ১৪.১১.১৯৯৫ তারিখের ২২৬ (২৪) নং বিজ্ঞপ্তিটি নোট করা প্রাসঙ্গিক হবে যা নিম্নরূপঃ

"অবিলম্বে কার্যকর হওয়া এই নতুন ব্যবস্থা অনুযায়ী, সংরক্ষিত শ্রেণীর প্রার্থীরা, যাঁরা মেধার ভিত্তিতে সাধারণ বিভাগের ৫০ শতাংশ আসনের বিপরীতে ভর্তির অধিকারী, তাঁদের নিজ নিজ সংরক্ষিত শ্রেণীর তালিকায় স্থানান্তরিত করে, তাঁদের (নিজ নিজ) তালিকায় তাঁদের যোগ্যতার ভিত্তিতে কলেজ এবং তাঁদের পছন্দের বিষয়ে ভর্তির সুবিধা দেওয়া হবে। সুতরাং, এক তালিকা থেকে অন্য তালিকায় স্থানান্তরিত হওয়ার পরে, সেই (নিজ নিজ) সংরক্ষিত শ্রেণীর প্রার্থীরা, যারা পৃথক তালিকার নীচে স্থান পেয়েছেন, সেই (নিজ নিজ) শ্রেণীর জন্য প্রস্তুত, স্বাভাবিকভাবেই নেমে আসবেন এবং সেই (নিজ নিজ) সংরক্ষিত শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত শতাংশের অনুপাতে উপলব্ধ আসনগুলি থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন। এই পরিস্থিতি এড়াতে এবং যে কোনও ক্ষেত্রে সংরক্ষিত শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত আসনের সংখ্যার উপর বিরূপ প্রভাব এড়াতে সংরক্ষিত শ্রেণীর প্রার্থীরা কেবল সেই তালিকায় স্থানান্তরিত হবেন এবং যাতে তালিকার নীচের অংশে থাকা প্রার্থীরাও ভর্তি থেকে বঞ্চিত হতে না পারেন এবং যাতে যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্বাচিত সংরক্ষিত শ্রেণীর প্রার্থীরা সাধারণ আসনে একত্রিত হওয়া থেকে বঞ্চিত হতে না পারেন। এটি নিশ্চিত করার জন্য, এই ব্যবস্থাটি প্রযোজ্য হবে যে উপরে উল্লিখিত স্থানান্তরের পরে, তাদের নিজ নিজ শ্রেণীর নীচের তালিকায় থাকা প্রার্থীরা, যদিও যোগ্যতার ভিত্তিতে সংরক্ষিত তালিকা থেকে নীচের দিকে স্থানান্তরিত করা হয়, তবে তাদের উপরের শ্রেণীর জন্য উপলব্ধ আসনগুলির জন্য উপলব্ধ সাধারণ তালিকা/তালিকা দ্বারা অন্তর্ভুক্ত করা হবে।"

পূর্বোক্ত বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, একজন মেধাসম্পন্ন সংরক্ষিত প্রার্থীকে (এম. আর. সি) সাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং সাধারণ যোগ্যতার বিভাগে একটি আসন বরাদ্দ করা হয়ঃ এই ধরনের এম. আর. সি পরিবর্তে সেই নির্দিষ্ট সংরক্ষিত বিভাগের জন্য নির্ধারিত আসনগুলির মধ্যে থেকে একটি আসন বেছে নিতে পারে যেখানে তিনি তাঁর পছন্দের কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য অন্তর্ভুক্তঃ এটি করার পরে, এম. আর. সি দ্বারা রেখে যাওয়া সাধারণ বিভাগে আসনের পছন্দ সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থীকে দেওয়া হবে।

৪। আবেদনকারীরা পাটনা হাইকোর্টের সামনে যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে, যে আসনটি কোনও এমআরসি-র স্থানান্তরিত হওয়া/সংরক্ষিত বিভাগে স্থানান্তরিত হওয়ার কারণে খালি পড়ে ছিল, সেই আসনটি সাধারণ বিভাগের তালিকা থেকে প্রার্থীদের দ্বারা পূরণ করা উচিত, কারণ এমআরসি কার্যত সংরক্ষিত বিভাগে স্থানান্তরিত হয়েছে। বিপরীতে, প্রতিদ্বন্দ্বী উত্তরদাতাদের দ্বারা যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে, এমআরসি সাধারণ বিভাগের প্রার্থী হিসাবে অব্যাহত থাকার পরিপ্রেক্ষিতে সংরক্ষিত বিভাগের তালিকার নীচে বহিষ্কৃত প্রার্থীদের দ্বারা এই আসনটি পূরণ করা চালিয়ে যাওয়া উচিত। বিতর্কিত রায় দ্বারা, পাটনা হাইকোর্ট নিম্নরূপ উত্তরদাতাদের পক্ষে রেফারেন্সের উত্তর দেয়ঃ

"১৫. উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এবং রমেশ রাম (উপরোক্ত) এবং রিতেশ আর. সাহ (উপরোক্ত)-এর ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট যা রায় দিয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিঃ-

(i) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মেডিকেল কোর্সে ভর্তির জন্য একটি সাধারণ প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে যোগ্যতা অর্জনের এবং বিভিন্ন পরিষেবায় শূন্যপদ পূরণের জন্য অনুষ্ঠিত একটি সাধারণ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মধ্যে একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

(ii) এই পার্থক্য দেখা যায় কারণ মেডিকেল প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য আয়োজিত একটি সাধারণ প্রবেশিকা পরীক্ষার ক্ষেত্রে, সকল প্রার্থী একটি নির্দিষ্ট কোর্সে, একটি মেডিকেল প্রতিষ্ঠানে ভর্তির একই সুবিধা লাভ করেন। যেখানে বিভিন্ন পদে শূন্যপদ পূরণের জন্য গৃহীত সাধারণ নির্বাচন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে, সফল প্রার্থীদের জন্য ভিন্নতা থাকে, কারণ পদগুলি মর্যাদা এবং চাকরির শর্তাবলী যেমন বেতন স্কেল, পদোন্নতির সুযোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভিন্ন হতে পারে। সুতরাং, বিভিন্ন মেডিকেল প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে এমআরসি প্রার্থীর সংশ্লিষ্ট সংরক্ষিত বিভাগে স্থানান্তরের পরিণতি বিভিন্ন পদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভিন্ন হবে।

(iii) চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভর্তির ক্ষেত্রে, কোনও এম. আর. সি তার পছন্দের প্রতিষ্ঠান বরাদ্দের উদ্দেশ্যে, এমন কোনও কলেজে ভর্তির বিকল্প রাখতে পারে, যেখানে তার বিভাগে একটি আসন সংরক্ষিত থাকে। সংরক্ষণের শতাংশ গণনার উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত আসনের বিপরীতে ভর্তি হলেও, তিনি একজন মুক্ত বিভাগের প্রার্থী হিসাবে ভর্তি হয়েছেন বলে মনে করা হবে, বরং তিনি এম. আর. সি হিসাবে থাকবেন। তিনি যে শ্রেণীর সংরক্ষণের জন্য সংরক্ষিত আসন দখল করেছেন বলে বিবেচিত হতে পারে না। ফলস্বরূপ, এই আন্দোলন সংরক্ষিত বিভাগের তালিকার নীচে সংরক্ষিত প্রার্থীকে বহিষ্কার করবে না। সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থী হিসাবে তার নির্বাচন অক্ষত থাকবে, তবে তাকে অবশিষ্ট আসনের বিরুদ্ধে সমন্বয় করতে হবে, কারণ 'এম. আর. সি-র আন্দোলনের কারণে, কেবলমাত্র বরাদ্দ আসনের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলির জন্য।

(iv) বিভিন্ন পরিষেবায় সাধারণ প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে পদ পূরণের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা হবে, যখন কোনও এম. আর. সি তার পছন্দের কোনও চাকরি/পদ পাওয়ার জন্য সংরক্ষিত বিভাগে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এই পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের তালিকার নীচে থাকা প্রার্থীকে সরে যেতে হবে এবং 'সাধারণ মেধা তালিকার' স্লটটি খালি হয়ে যাবে, কারণ এম. আর. সি-র স্থানান্তরকে সাধারণ মেধা তালিকা থেকে পূরণ করতে হবে। অন্যথায়, সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থীদের দ্বারা খোলা আসনগুলি পূরণ করার অনুমতি দেওয়া হলে, সংরক্ষণের সুবিধা পঞ্চাশ শতাংশের বেশি বাড়িয়ে দেওয়া হবে, যা সাংবিধানিকভাবে অগ্রহণযোগ্য।

১৬। রেফারেন্স সেই অনুযায়ী উত্তর দিয়েছে।"

উল্লিখিত রেফারেন্স নির্ধারণ করার সময়, পূর্ণ বেঞ্চ পাটনা হাইকোর্ট দুটি মামলার মধ্যে পার্থক্য করেছে, যথাঃ (ক) একটি সাধারণ প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মেডিকেল কোর্সে ভর্তি নিশ্চিত করার মামলা; এবং (খ) সাধারণ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন সিভিল সার্ভিসে শূন্যপদ পূরণের মামলা।

৫। হাতে থাকা বিষয়ে, আমরা সুরক্ষিত করার বিষয়ে উদ্বিগ্ন, একটি সাধারণ প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে মেডিকেল কোর্সে ভর্তি এবং এম. আর. সি এবং কলেজে আসন বরাদ্দের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

৬. আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে প্রবীণ আইনজীবী শ্রী শেখর নাফাদে এবং শ্রী সুব্রামানিয়াম প্রসাদ বলেন যে, মেডিকেল কলেজগুলিতে ভর্তির ক্ষেত্রে সংরক্ষণের সীমা কোনও ক্ষেত্রেই ৫০ শতাংশের বেশি হতে পারে না। তাঁরা যুক্তি দেখান যে, কোনও এমআরসি সংরক্ষিত বিভাগের জন্য নির্ধারিত আসন বেছে নেওয়ার সময় সংরক্ষিত বিভাগে চলে যায়। ফলস্বরূপ, এমআরসি সাধারণ বিভাগের আসন হওয়ায় খালি হওয়া আসনটি অবশ্যই সাধারণ বিভাগের প্রার্থীদের দ্বারা পূরণ করতে হবে।

উত্তরদাতাদের পক্ষে, পাটনা হাইকোর্টের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী প্রশান্ত ভূষণ যুক্তি দিয়েছিলেন যে সংরক্ষিত বিভাগে একটি আসন বেছে নেওয়ার পরেও এমআরসি সাধারণ বিভাগের অংশ হিসাবে রয়ে গেছে। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে এমআরসি-র পছন্দ দ্বারা প্রভাবিত সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থীকে অবশ্যই সাধারণ বিভাগে আসনগুলির একটি পছন্দ দেওয়া উচিত। প্রবীণ আইনজীবী শ্রীমতি মীনাক্ষী অরোরা বলেছিলেন যে গৃহীত প্রক্রিয়া দ্বারা ৫০ শতাংশ সংরক্ষণ লঙ্ঘন করা হয়নি।

৭। প্রায়শই, কারিগরি ও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভর্তির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায়, যেমন সংরক্ষিত বিভাগ/বিভাগের কিছু প্রার্থী, তাদের নিজস্ব যোগ্যতার ভিত্তিতে এবং সাধারণ প্রবেশিকা পরীক্ষায় তাদের পারফরম্যান্সের উপর নির্ভর করে উচ্চতর পদমর্যাদার জন্য যোগ্যতা অর্জন করে, সাধারণ মেধা তালিকায় রাখা হয়। সংরক্ষিত বিভাগের এই শ্রেণীর প্রার্থীরা যারা তাদের নিজস্ব যোগ্যতার ভিত্তিতে যোগ্যতা অর্জন করে, সাধারণ যোগ্যতার তালিকায় রাখা হয়, তাদের সুবিধার উদ্দেশ্যে, মেরিটোরিয়াস রিজার্ভ প্রার্থী (এমআরসি) হিসাবে বর্ণনা করা হয়। এখন এটি ভালভাবে স্থির হয়ে গেছে যে কোনও এমআরসি যিনি সাধারণ বিভাগের আসন দখল করতে চলেছেন তাকে সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত কোটার বিরুদ্ধে গণনা করা হয় না, তবে তাকে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার প্রার্থী বা সাধারণ যোগ্যতার প্রার্থী হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ভারতীয় ইউনিয়ন বনাম ইন্দ্র সনহে, ১৯৯২ সম্পূরক (৩) এস সি সি ২১৭ এর ক্ষেত্রে এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে।

"এই প্রসঙ্গে এটা মনে রাখা ভাল যে ১৬ (৪) অনুচ্ছেদের অধীনে সংরক্ষণ সাম্প্রদায়িক সংরক্ষণের মতো কাজ করে না। এটা ভালই হতে পারে যে, তফসিলি জাতির কিছু সদস্য তাদের নিজস্ব যোগ্যতার ভিত্তিতে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাঠে নির্বাচিত হন; হে তফসিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত কোটার বিরুদ্ধে গণনা করা হবে না; তাদের উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার প্রার্থী হিসাবে বিবেচনা করা হবে" (জোর দেওয়া হয়েছে)

এমনকি পরিষেবার ক্ষেত্রেও একই নীতি প্রযোজ্য করা হয়। মেডিকেল কলেজগুলির আসনগুলিতে ভর্তির জন্য ইন্দ্র সাওনহে (উপরে)-এর পূর্বোক্ত নীতি অনুসরণ করা হয়, এবং -এও একই নীতি অনুসরণ করা হয়

আর. কে. সভরওয়াল বনাম পঞ্জাব রাজ্য, (১৯৯৫) ২ এস. সি. সি. ৭৪৫-এর ক্ষেত্রে, যাইহোক, আমাদের সামনে সমস্যাটি আরও সূক্ষ্ম-এম. আর. সি সংরক্ষিত বিভাগের জন্য নির্ধারিত একটি আসন বেছে নিতে পারে কিনা? "যদি উত্তর হ্যাঁ হয়" তাহলে যেহেতু এম. আর. সি সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থীদের জন্য নির্ধারিত বিভিন্ন কলেজে ভর্তির বিকল্প ব্যবহার করে, তাই এই প্রক্রিয়া দ্বারা প্রভাবিত কম যোগ্য সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থীকে কি এম. আর. সি দ্বারা অবশিষ্ট কলেজে ভর্তি করানো উচিত?

একটি সহজ উদাহরণের মাধ্যমে এটি আরও ভালভাবে বোঝা যাবে। ধরে নেওয়া যাক যে সারা দেশের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজগুলিতে স্নাতকোত্তর কোর্সে একটি সাধারণ প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে ১০০ টি আসন পাওয়া যায়। এর মধ্যে ৫০ টি সাধারণ বিভাগের আসন এবং বাকি ৩০ টি সংরক্ষিত বিভাগের আসন। এক্স, একজন সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থী, প্রবেশিকা পরীক্ষায় তার পারফরম্যান্সের কারণে ৫০ নম্বর র‍্যাঙ্ক স্বাক্ষর করেছেন। সুতরাং তিনি সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থীদের জন্য কাট-অফের ঠিক উপরে রয়েছেন এবং একটি উন্মুক্ত মেধা র‍্যাঙ্ক পেয়েছেন। অতএব, এক্স ইসা এমআরসি সাধারণ বিভাগে থাকা সাধারণ বিভাগের জন্য উপলব্ধ আসন গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নয়। তবে, এক্স তার কাউন্সেলিংয়ের সময় সাধারণ বিভাগের জন্য উপলব্ধ আসন গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নয়। তিনি তার পছন্দের অন্য কোনও কলেজে ভর্তি চান যা কাকতালীয়ভাবে সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত, এবং একই আসন সংরক্ষিত বিভাগে পাওয়া যায়। ফলস্বরূপ, তিনি তার বিভাগের প্রার্থীদের মধ্যে একটি আসন সংরক্ষিত কলেজ বেছে নেন।

i. একজন এক্স – এমআরসি কি সংরক্ষিত শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত একটি আসন বেছে নিতে পারে?

ii. যদি উত্তর হ্যাঁ হয়; তাহলে ৫০তম আসনটির কী হবে যা এক্স – এমআরসি (অর্থাৎ ৫০তম সাধারণ মেধা প্রার্থী) কে বরাদ্দ করা হত যদি সে তার নিজস্ব সংরক্ষিত শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত একটি আসন বেছে নিত?

৮. এই আদালত বারবার, যার মধ্যে ইন্দ্রা সাহনি (উপরোক্ত) মামলার রায়ও অন্তর্ভুক্ত, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে মোট সংরক্ষণ ৫০% এর বেশি হওয়া উচিত নয়। অতএব, এমনকি যখন একজন এমআরসি সংরক্ষিত শ্রেণীর প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত একটি আসন বেছে নেয়, তখনও ৫০% সংরক্ষণ বজায় রাখতে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। একইভাবে, কর্তৃপক্ষের পক্ষে একজন এমআরসিকে তার মেধার ভিত্তিতে পছন্দের কলেজে একটি আসন অস্বীকার করা সম্ভব নয়, যদি সেই সময়ে এমন আসন উপলব্ধ থাকে এবং সেটি

এমআরসি যে সংরক্ষিত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত সেই শ্রেণীর প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত থাকে। এর কারণ হল এমন দৃষ্টান্ত থাকতে পারে যেখানে একজন এমআরসি সাধারণ মেধার ভিত্তিতে নিজের পছন্দসই প্রতিষ্ঠানে একটি আসন নাও পেতে পারে। এই পরিস্থিতিতে, সে শুধুমাত্র সংরক্ষিত শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য সংরক্ষিত কলেজে একটি আসন পাওয়ার উদ্দেশ্যে নিজেকে নামমাত্রভাবে সংরক্ষিত শ্রেণীর প্রার্থী হিসাবে গণ্য করার বিকল্প বেছে নিতে পারে। যদি এমন এমআরসিকে তার শ্রেণীর সংরক্ষিত মেধা তালিকায় রাখা হয়, তবে সে উচ্চ স্থান অর্জন করবে এবং প্রতিষ্ঠান বা কোর্সের আরও ভালো পছন্দ পেতে পারে। একজন এমআরসিকে সংরক্ষিত প্রার্থী হিসাবে গণ্য করার অনুমতি না দিয়ে অসুবিধাজনক অবস্থানে রাখা যাবে না, কারণ এটি তাকে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় তার ভালো পারফরম্যান্সের জন্য ভোগান্তি দেবে।

শ্রী রিতেশ আর. সাহ বনাম ডঃ ওয়াই. এল. ইয়ামুল, (১৯৯৬) ৩ এস. সি. সি. ২৫৩-এর ক্ষেত্রে এই আদালত উপরোক্ত উভয় প্রশ্নই বিবেচনা করার সুযোগ পেয়েছে। এই আদালত রায় দিয়েছে যে সংরক্ষিত বিভাগের জন্য সংরক্ষিত কলেজে একটি আসন বেছে নেওয়া কোনও এম. আর. সি সংরক্ষিত বিভাগে স্থানান্তরিত/স্থানান্তরিত হবে না, তবে তাকে কেবল সাধারণ বিভাগের অংশ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত। তবে, শুধুমাত্র কলেজে আসনটির আরও ভাল পছন্দ পাওয়ার উদ্দেশ্যে, তিনি সংরক্ষিত বিভাগের জন্য সংরক্ষিত কলেজে একটি আসন বেছে নিতে পারেন। এই আদালত এইভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেঃ

"১৭... এই আদালত কর্তৃক উপরোক্ত মামলাগুলিতে উল্লিখিত আইনি অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য যে, একজন শিক্ষার্থী যিনি মেধার ভিত্তিতে ভর্তির অধিকারী, যদিও তিনি একটি সংরক্ষিত শ্রেণীর অন্তর্গত, তাকে সংরক্ষিত শ্রেণীর জন্য সংরক্ষিত আসনের বিপরীতে ভর্তি হিসেবে গণ্য করা যাবে না। কিন্তু একই সাথে, এমন বিধান তৈরি করা উচিত যাতে এটি সেই প্রার্থীর অসুবিধার কারণ না হয় এবং তাকে অন্যান্য কম মেধাবী সংরক্ষিত শ্রেণীর প্রার্থীদের চেয়ে বেশি অসুবিধাজনক অবস্থানে না রাখা হয়। উপরোক্ত উদ্দেশ্যটি অর্জন করা যেতে পারে যদি সংরক্ষিত শ্রেণীর প্রার্থীদের মধ্যে থেকে যারা অন্যথায় উন্মুক্ত মেধা তালিকায় আসবে তাদের খুঁজে বের করার পরে, সংরক্ষিত শ্রেণীর জন্য সংরক্ষিত রাখা বিভিন্ন কলেজে ভর্তির জন্য তাদের বিকল্প চাওয়া হয় এবং তারপর কম মেধাবী সংরক্ষিত শ্রেণীর প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা উচিত এবং যে কলেজগুলিতে আসন উপলব্ধ থাকবে সেখানে তাদের আসন বরাদ্দ করা হবে। অন্য কথায়, যখন একজন সংরক্ষিত শ্রেণীর প্রার্থী তার মেধার ভিত্তিতে ভর্তির অধিকারী হবেন, তখন তিনি এমন

কলেজে ভর্তি হওয়ার বিকল্প পাবেন যেখানে সংরক্ষিত শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন সংরক্ষিত রাখা হয়েছে, কিন্তু সংরক্ষণের শতাংশ গণনা করার সময় তাকে উন্মুক্ত শ্রেণীর প্রার্থী হিসাবে ভর্তি বলে গণ্য করা হবে এবং সংরক্ষিত শ্রেণীর প্রার্থী হিসাবে নয়।

ঠিক ১৯৯৬ সাল থেকেই আইনটি ভালভাবে স্থির করা হয়েছে যে বিধানগুলি এমনভাবে তৈরি করা উচিত যাতে তারা কোনও এমআরসি-র অসুবিধায় না পড়ে এবং কম যোগ্য সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থীদের তুলনায় তাকে আরও অসুবিধাজনক পদে রাখা না হয়। পূর্বোক্ত উদ্দেশ্যটি অর্জন করা যেতে পারে যদি, সংরক্ষিত বিভাগের মধ্যে থেকে প্রার্থীদের খুঁজে বের করার পরে যারা অন্যথায় উন্মুক্ত মেধা তালিকায় আসবেন, এবং তারপরে সংরক্ষিত বিভাগের জন্য সংরক্ষিত রাখা বিভিন্ন কলেজে ভর্তির জন্য তাদের বিকল্প জিজ্ঞাসা করার পরে, কম যোগ্য সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয়।

অন্য কথায়, সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থী তার যোগ্যতার ভিত্তিতে ভর্তির অধিকারী, এবং যে কলেজগুলিতে সংরক্ষিত বিভাগের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন সংরক্ষিত রাখা হয়েছে সেখানে তার ভর্তির বিকল্প থাকবে। তবে, সংরক্ষণের শতাংশ গণনা করার সময়, তাকে সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থী হিসাবে নয়, ১n উন্মুক্ত বিভাগের প্রার্থী হিসাবে ভর্তি করা হয়েছে বলে মনে করা হবে।

৯. ভারতীয় ইউনিয়ন বনাম রমেশ রাম ও অন্যান্যরা (২০১০) ৭ এস. সি. সি ২৩৪ মামলার সাংবিধানিক বেঞ্চের রায়ের উপর নির্ভর করে আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে প্রবীণ আইনজীবী শ্রী শেখর নাফাদে এবং শ্রী সুব্রামোনিয়াম প্রসাদ যুক্তি দেখান যে সংরক্ষিত বিভাগে একটি আসনের বিকল্পের কারণে এম. আর. সি দ্বারা সাধারণ বিভাগে অবশিষ্ট একটি আসন সাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী দ্বারা পূরণ করা উচিত, কোনও সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থী দ্বারা নয়। তারা উক্ত রায়ের ৩৯ অনুচ্ছেদের উপর নির্ভর করেছিলেন, যা নিম্নরূপঃ

"৩৯। একটি উল্লেখযোগ্য দিক যা নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন তা হল সামগ্রিক সংরক্ষণ সমস্ত উপলব্ধ এর ৫০ শতাংশের বেশি হওয়া উচিত নয়। শূন্যপদ, ইন্দ্রের মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাহনি বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন, (১৯৯২) সম্পূরক ৩ এস. সি. সি ২১৭। যদি এম. আর. সি প্রার্থীদের সংরক্ষিত বিভাগের শূন্যপদের সাথে সামঞ্জস্য করা হয় তাদের উচ্চতর পছন্দ এবং সাধারণ বিভাগে তাদের দ্বারা খালি হওয়া আসনগুলি অন্যান্য সংরক্ষিত -কে আরও বরাদ্দ করা হয়। বিভাগের প্রার্থীরা, সামগ্রিক সংরক্ষণ সম্ভবত সমস্ত উপলব্ধ পদের ৫০ শতাংশ অতিক্রম করেছে।

রমেশ রামের (উপরোক্ত) সাংবিধানিক বেঞ্চের রায়ের উপর মন্তব্য করার আগে, সেখানে উল্লিখিত তথ্য এবং প্রসঙ্গগুলি খতিয়ে দেখা হলে তা উপকারী হবে।

উক্ত বিষয়ে, ২০০৫ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা বিধিমালা ১৬-এর উপ-বিধি (২) থেকে (৫)-এর সাংবিধানিক বৈধতা অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিধি ১৬ (২) নিম্নরূপ ছিল,

"১৬ (২) চাকরি বরাদ্দ করার সময়, অসংরক্ষিত শূন্যপদের জন্য সুপারিশ করা তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি বা অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর প্রার্থীদের সরকার সংরক্ষিত শূন্যপদের সাথে সামঞ্জস্য করতে পারে। যদি এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তারা তাদের পছন্দ অনুযায়ী উচ্চতর পছন্দের চাকরি পায়।"

এই আদালত, নথিভুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী যুক্তিগুলো পরীক্ষা করার পর, রায় দিয়েছেন যে, একজন এমআরসি যদি সংরক্ষিত শ্রেণীর আসন বেছে নেন, তবে তাকে সংরক্ষিত শ্রেণীর প্রার্থী হিসেবে গণ্য করা উচিত। এর অর্থ হলো, তিনি সাধারণ শ্রেণী থেকে তার নিজ নিজ সংরক্ষিত শ্রেণীতে সম্পূর্ণরূপে স্থানান্তরিত/স্থান পরিবর্তন করেছেন বলে ধরা হবে, এবং এমআরসি দ্বারা ছেড়ে যাওয়া শূন্য সাধারণ শ্রেণীর আসনটি একজন সাধারণ শ্রেণীর প্রার্থী দ্বারা পূরণ করা উচিত। এটি নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলিতে উপনীত হয়েছে:

"৫০। আমরা আমাদের উত্তরগুলির সমষ্টি করি ~:

i) এম. আর. সি প্রার্থীরা যারা বিধি ১৬ (২)-এর সুবিধা গ্রহণ করেন এবং সংরক্ষিত বিভাগে সামঞ্জস্য হন, তাদের সামগ্রিক সংরক্ষণ কোটা গণনা করার উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত পুলের অংশ হিসাবে গণনা করা উচিত। সাধারণ পুলে এম. আর. সি প্রার্থীদের দ্বারা খালি হওয়া আসনগুলি সাধারণ বিভাগের প্রার্থীদের দেওয়া হবে।

ii) বিধি ১৬ (২)-এর প্রয়োগের মাধ্যমে, একজন এম. আর. সি. প্রার্থীর সংরক্ষিত মর্যাদা সুরক্ষিত থাকে যাতে তার আরও ভাল পারফরম্যান্স তাকে আরও পছন্দসই পরিষেবাতে বরাদ্দ হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না করে।

iii) সংশোধিত বিধি ১৬ (২) শুধুমাত্র দুটি শ্রেণীর প্রার্থীদের মধ্যে আন্তঃসত্ত্বা যোগ্যতাকে স্বীকৃতি দিতে চায় অর্থাৎ ক) যোগ্য সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থী খ) তুলনামূলকভাবে নিম্ন পদমর্যাদার সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থীরা, তাদের দ্বারা নির্দেশিত পছন্দগুলির প্রতি যথাযথ সম্মান রেখে বিভিন্ন সিভিল সার্ভিসে বরাদ্দের উদ্দেশ্যে।

iv) ওবিসি, এসসি/এসটি বিভাগের যেসকল সংরক্ষিত শ্রেণীর প্রার্থীরা মেধার ভিত্তিতে নির্বাচিত হয়ে সাধারণ/অসংরক্ষিত শ্রেণীর প্রার্থীদের তালিকায় স্থান পেয়েছেন, তারা পরিষেবা বরাদ্দের সময় নিজ

নিজ সংরক্ষিত শ্রেণীতে চলে যাওয়ার (মাইগ্রেট করার) বিকল্প বেছে নিতে পারেন। বিধি ১৬ (২) দ্বারা পরিকল্পিত এই স্থানান্তর বিধি ১৬ (১) বা সংবিধানের ১৪, ১৬ (৪) এবং ৩৩৫ অনুচ্ছেদের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

রমেশ রামের (উপরোক্ত) মামলায় এই আদালত আপাতদৃষ্টিতে এবং অন্তর্নিহিতভাবে রিতেশ আর. সাহের (উপরোক্ত) সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছে। প্রকৃতপক্ষে, মোট সংরক্ষণ উপলব্ধ শূন্যপদের ৫০ শতাংশের বেশি হওয়া উচিত নয়। যদিও আমরা নিঃসন্দেহে রমেশ রামের (উপরোক্ত) দ্বারা আবদ্ধ, তবে রায়টিই ন্যায়সঙ্গত যে কেন এটি রিতেশ আর. সাহের (উপরোক্ত) থেকে এত আলাদা। এটি শ্রেণীবিভাগীয়ভাবে বলেছিল যে নির্বাচনের মধ্যে একটি পার্থক্য রয়েছে। স্নাতকোত্তর প্রার্থীদের জারি যেমন রিতেশ আর সাহ (উপরোক্ত), এবং ইউ. পি. এস. সি প্রার্থীদের নির্বাচন রমেশ রাম (উপরোক্ত) হিসাবে। স্নাতকোত্তর ভর্তির ক্ষেত্রে, ফলাফলগুলি সমস্ত প্রার্থীকে পদমর্যাদা নির্বিশেষে একই সুবিধা প্রদান করবে (অর্থাৎ, মেডিকেল কলেজগুলিতে ভর্তি), ইউ. পি. এস. সি নির্বাচনের ফলাফলগুলি বিভিন্ন পদধারীদের জন্য বিভিন্ন সুবিধা দেয়, কারণ পরিষেবাগুলির বরাদ্দ পদমর্যাদার উপর ভিত্তি করে। এই আদালত এইভাবে বলে যে ইউ. পি. এস. সি নির্বাচনের ক্ষেত্রে, সংরক্ষিত বিভাগের আসন দখল করার জন্য এম. আর. সি দ্বারা খালি হওয়া সাধারণ বিভাগের আসনটি অবশ্যই সাধারণ বিভাগের প্রার্থীদের দ্বারা পূরণ করতে হবে। এটি আরও বলেছিল যে এই জাতীয় এম. আর. সি সংরক্ষিত বিভাগে গণনা করা উচিত (সাধারণ বিভাগে নয়, যেমন রিতেশ (উপরোক্ত)) সংরক্ষণের সীমা ৫০-এর বেশি হওয়া রোধ করার জন্য আদেশে ৩১ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছেঃ

"৩১। রিতেশ আর. সাহ বনাম ইয়ামুল (১৯৯৬) ৩ এস. সি. সি. ২৫৩-এ এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপরও উত্তরদাতারা দৃঢ় নির্ভরতা রেখেছেন। সেই ক্ষেত্রে প্রশ্ন ছিল যে কোনও সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থী যিনি নিজের যোগ্যতার ভিত্তিতে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতায় ভর্তির জন্য নির্বাচিত হওয়ার অধিকারী, তাকে সংরক্ষিত বিভাগের জন্য নির্ধারিত কোটার বিরুদ্ধে গণনা করা উচিত নাকি তাকে সাধারণ প্রার্থী হিসাবে বিবেচনা করা উচিত। আদালত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে যখন কোনও প্রার্থীকে তার নিজের যোগ্যতার ভিত্তিতে কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হয়, তখন এই ধরনের ভর্তি তফসিলি জাতি বা অন্য কোনও সংরক্ষিত বিভাগের জন্য সংরক্ষিত কোটার বিরুদ্ধে গণনা করা হবে না। তবে, এটি লক্ষণীয় যে এই সিদ্ধান্তটি মেডিকেল কলেজগুলিতে ভর্তির প্রসঙ্গে দেওয়া হয়েছিল।

"৩২. মেডিকেল কলেজে ভর্তির জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া এবং ইউপিএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার মধ্যে একটি স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে, কারণ দ্বিতীয় পরীক্ষাটি বিভিন্ন সিভিল সার্ভিসে শূন্যপদ পূরণের জন্য পরিচালিত হয়। প্রথম ক্ষেত্রে, সকল সফল প্রার্থী একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির একই সুবিধা পান। তবে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সফল প্রার্থীদের প্রাপ্ত সুবিধার তারতম্য ঘটে কারণ তারা তাদের পছন্দের পরিষেবা পাওয়ার জন্য নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করে। উদাহরণস্বরূপ, বেশিরভাগ প্রার্থী যখন পছন্দের জন্য জিজ্ঞাসা করা হয় তখন প্রথম তিনটি পরিষেবার (যেমন ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস, ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিস এবং ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিস অন্তত একটি বেছে নেয়। অধিকাংশ প্রার্থী আইএএস কে প্রথম পছন্দ হিসেবে বেছে নেয়। এই ক্ষেত্রে, একজন সংরক্ষিত শ্রেণীর প্রার্থী যিনি সাধারণ তালিকার অংশ হিসেবে যোগ্য বিবেচিত হয়েছেন, তাকে সাধারণ ক্যাটাগরির শূন্যপদের বিপরীতে নিম্নতর পরিষেবাতে নিযুক্ত করে অসুবিধায় ফেলা উচিত নয়, বিশেষ করে যদি তিনি তার সংরক্ষিত শ্রেণীর অবস্থার সুবিধা গ্রহণ করতেন তবে তিনি উচ্চতর পছন্দের একটি পরিষেবা পেতেন। এই ধরনের অসঙ্গতি প্রতিরোধের স্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে, বিধি ১৬ (২) এ বলা হয়েছে যে একজন এমআরসি প্রার্থী সাধারণ কোটা বা সংশ্লিষ্ট সংরক্ষিত শ্রেণীর কোটার মধ্যে থেকে বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা রাখেন।

"৬৬. অনুরাগ প্যাটেলের সিদ্ধান্ত আবার রিতেশ আর. সাহ বনাম ড. ওয়াই.এল. যামুল-এর পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তকে উল্লেখ করেছে। তবে, আমরা ইতিমধ্যেই রিতেশ আর. সাহ-এর রায়কে পৃথক করেছি। সেই সিদ্ধান্ত স্নাতকোত্তর মেডিকেল কোর্সে ভর্তির সংরক্ষণের সাথে সম্পর্কিত ছিল এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে যেখানে আমরা ইউপিএসসি দ্বারা পরিচালিত পরীক্ষা নিয়ে কাজ করছি সেখানে এটি সহজে প্রয়োগ করা যায় না। সিভিল সার্ভিসের আকাঙ্ক্ষাকারীদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত পরিষেবাগুলির জন্য যোগ্য বিবেচিত হওয়া এবং প্রতিটি পরিষেবায় সংরক্ষিত শ্রেণীর জন্য কোটা রয়েছে, যার সুবিধাগুলি এমআরসি প্রার্থীরা পছন্দের পরিষেবার জন্য গ্রহণ করে। যেমনটি পূর্বে তুলে ধরা হয়েছে, একটি নির্দিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়া বিভিন্ন প্রার্থীর প্রাপ্ত সুবিধা একই প্রকৃতির। তবে, ইউপিএসসি পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হওয়ার ফলে প্রাপ্ত সুবিধাগুলি ভিন্ন প্রকৃতির, কারণ কিছু পরিষেবা অন্যদের চেয়ে বেশি আকাঙ্ক্ষিত।

৬৭। ক্যাটের আদেশটি এতটাই বৈধ যে এটি অনুরাগ প্যাটেল বনাম ইউ. পি. পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মামলায় এই আদালত কর্তৃক প্রস্তাবিত অনুপাতের উপর নির্ভর করে। যদিও সেই সিদ্ধান্তটি রিতেশ আর. সাহ বনাম ড. টি. এল. ইয়ামুল মামলার এই আদালতের রায়ের উপর নির্ভরশীল ছিল, তবে পরবর্তী মামলাটি বর্তমান মামলার তথ্যের দিক থেকে আলাদা, তবে, আমরা কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের আদেশে আসা সিদ্ধান্তগুলিকে অনুমোদন করতে পারি না কারণ এটি ইউ. পি. এস. সি পরীক্ষার অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হয়েছিল।"

(জোর দেওয়া হয়েছে)

সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, সংবিধান বেঞ্চ দুই ধরনের নির্বাচনের মধ্যে পার্থক্য করে, অর্থাৎ, একটি সাধারণ প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে মেডিকেল কলেজগুলিতে নির্বাচন এবং ইউ. পি. এস. সি পরীক্ষার মাধ্যমে পরিষেবাগুলিতে পদে নির্বাচন।

এটিও লক্ষ্য করা প্রাসঙ্গিক যে সংবিধান বেঞ্চ কার্যত কিন্তু পরোক্ষভাবে রিতেশ আর সাহকে (উপরোক্ত) একটি সাধারণ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে মেডিকেল কলেজগুলিতে ভর্তির ক্ষেত্রে গৃহীত পদ্ধতি হিসাবে অনুমোদন করেছে। উপরের পরিপ্রেক্ষিতে, রমেশ রাম (উপরোক্ত)-এ বর্ণিত নীতিগুলি এই মামলার তথ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নাও হতে পারে, যেহেতু এটি মেডিকেল কলেজগুলিতে ভর্তির সাথে সম্পর্কিত একটি মামলা এবং যেখানে রমেশ রাম (উপরোক্ত) ইউ. পি. এস. সি পরীক্ষার মাধ্যমে পরিষেবার জন্য পদগুলির নির্বাচনের সাথে সম্পর্কিত।

এই আদালত, অলোক কুমার পণ্ডিত বনাম আসাম রাজ্য ও অন্যান্যদের ক্ষেত্রে ২০১২ (১৩) এস. সি. সি ৫১৬, পুনর্ব্যক্ত করেছে যে রমেশ রাম (উপরোক্ত)-এ নির্ধারিত উক্তিটি শুধুমাত্র ইউ. পি. এস. সি-র বিভিন্ন পরিষেবায় ভর্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

১০. রিতেশ আর. সাহ (উপরোক্ত) পরবর্তীকালে সমতা আন্দোলন সমিতি ওয়াই. ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া, (২০১৪) ১৪ এসসিসি ৭৪৫-এ অনুসরণ করা হয়েছিল যেখানে আদালত এইভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে

"২২. নিঃসন্দেহে, রমেশ রাম মামলায় আদালতের অভিমত ছিল যে, সিভিল সার্ভিসেস পরীক্ষা বিধির ১৬ (২) নং বিধির সুবিধা গ্রহণকারী যোগ্য সংরক্ষিত প্রার্থীরা (এম. আর. সি) (যারা এই ধরনের আন্তঃবিভাগীয় স্থানান্তরের অনুমতি দেয়) এবং শেষ পর্যন্ত সংরক্ষিত বিভাগে সামঞ্জস্য হয়, তাদের সামগ্রিক সংরক্ষণ কোটা গণনার উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত বিভাগের অংশ হিসাবে গণনা করা উচিত। তবে, এটি স্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল যে এই প্রস্তাবটি প্রযোজ্য হবে যখন রাজ্যের অধীনে কোনো পরিষেবাতে

নিয়োগ দেওয়া হয় এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে এটি স্পষ্টভাবে বাদ দেওয়া হয়েছিল। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে, একজন এমআরসি কে সাধারণ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হিসাবেই গণ্য করা হবে, কারণ সে তার প্রাথমিক মেধার কারণে এই অবস্থান অর্জন করেছিল। আদালত উল্লেখ করেছেন যে রিতেশ আর. সাহ বনাম ড. ওয়াই.এল. যামুল (১৯৯৬) ৩ এসসিসি ২৫৩ মামলায় এটি এভাবেই ধার্য করা হয়েছিল।

"২৪, যেহেতু আমরা মেডিকেল কোর্সে ভর্তির বিষয়ে সন্দিহান, তাই উপরোক্ত রায়টি বর্তমান মামলার ক্ষেত্রে পুরোপুরি প্রযোজ্য। সুতরাং আমরা দেখতে পাই যে ৫০ শতাংশ সংরক্ষণের সর্বোচ্চ সীমা লঙ্ঘন করা হয়নি, আবেদনকারীদের কোনও অধিকার লঙ্ঘন করা হয়নি বা উত্তরদাতাদের পদক্ষেপ কোনওভাবেই তাদের পক্ষপাতের কারণ হয়নি। সুতরাং, আমরা বর্তমান পিটিশনে কোনও যোগ্যতা খুঁজে পাই না, যা সেই অনুযায়ী খারিজ করা হয়। কোন খরচ নেই। "

(জোর দেওয়া হয়েছে)।

১১. শ্রী নাফাদে এবং শ্রী প্রসাদ বিহার রাজ্য বনাম এম. নিধি চন্দ্র, (১৯৯৬) ৬ এস. সি. সি ৩৬ মামলায় এই আদালতের একটি সমন্বিত বেঞ্চের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করতে চেয়েছিলেন, যেখানে এই আদালত নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেঃ

"১০. যদি এমন একটি পরিস্থিতি বিবেচনা করা হয় যেখানে একটি নির্দিষ্ট সংরক্ষিত ক্যাটাগরিতে 'x' সংখ্যক আসন রয়েছে কিন্তু সেই ক্যাটাগরির জন্য নির্ধারিত মানদণ্ড অনুযায়ী উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা হলো 'X+5', যাদের মধ্যে সেরা কয়েকজন সাধারণ প্রার্থী হিসেবেও মেধার ভিত্তিতে যোগ্য হন। সার্কুলার নং ২০ দ্বারা প্রণীত ব্যবস্থা অনুযায়ী, প্রথম প্রার্থী সাধারণ ক্যাটাগরির প্রার্থীর সাথে একটি পছন্দ পায় কিন্তু তালিকায় যথেষ্ট উচ্চ স্থান না পাওয়ায়, সে সংরক্ষিত ক্যাটাগরিতে যা পাওয়ার অধিকারী ছিল তার চেয়ে কম পছন্দের একটি আসন পায়। সেক্ষেত্রে 'x' সংখ্যক আসন পূরণ করা যেতে পারে, কিন্তু বাকি চারজন যোগ্য প্রার্থীকে আসনের অভাবে ভর্তি থেকে বঞ্চিত করা হবে। এটি সেরা প্রার্থীর জন্য কঠোর হতো এবং সংবিধানের ১৪ ও ১৬ অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন করত। অন্যদিকে, যদি হাইকোর্টের নির্দেশ অনুসরণ করা হয়, তাহলে প্রথম 'x' সংখ্যক প্রার্থী মেধার ভিত্তিতে সংরক্ষিত আসনে স্থান পাবে। কিন্তু বাকি ৫ জনকে সাধারণ প্রার্থীদের জন্য নির্ধারিত উন্মুক্ত আসনেও 'সমন্বয়' করতে হবে। এই ৫ জন তারাই হবে যারা সাধারণ মেধার মানদণ্ড অনুযায়ী যোগ্য নয় এবং তাই তারা অনিবার্যভাবে ৫ জন সাধারণ প্রার্থীকে স্থানচ্যুত করবে যারা মেধার ভিত্তিতে আসন পাওয়ার অধিকারী।"

"১২. একটি নির্দিষ্ট বছরে, এই ধরনের প্রার্থীদের সংখ্যা অনেক বেশি হতে পারে এবং এইভাবে হাইকোর্টের দ্বারা প্রবর্তিত পদ্ধতিটি অনেক কষ্টের সৃষ্টি করতে পারে। পদ্ধতিটিও সমতার নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে না। তাই হাইকোর্টের দ্বারা প্রবর্তিত পদ্ধতিটি বাতিল করতে হবে।

১৩। একই সময়ে, যেমন উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, ২০ নম্বর সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে সবকিছু ঠিক নেই কারণ এটি সেই সমস্ত প্রার্থীদের বিরুদ্ধে কাজ করে যাদের জন্য সুরক্ষামূলক বৈষম্য তৈরি করা হয়েছে। ২০ নম্বর বিজ্ঞপ্তিটির উদ্দেশ্য হল সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থীদের সংরক্ষণের সম্পূর্ণ সুবিধা দেওয়া। তবে, তাদের মধ্যে যতটা যোগ্য প্রার্থীরা সংরক্ষণের নিয়মের অধীনে যে পছন্দের কলেজ এবং বিষয় সুরক্ষিত করতে পারে তা অস্বীকার করা হয়, ততটাই বিজ্ঞপ্তি বজায় রাখা যায় না। অতএব, এই বিজ্ঞপ্তি তখনই কার্যকর করা যেতে পারে যখন সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থী যোগ্যতার ভিত্তিতে যোগ্যতা অর্জন করেন এবং সাধারণ প্রার্থীরা কলেজ/প্রতিষ্ঠান এবং বিষয় বরাদ্দের জন্য যোগ্যতা-কাম-পছন্দের ভিত্তিতে সাধারণ প্রার্থী হিসাবে বিবেচিত হতে সম্মত হন। "(জোর দেওয়া হয়েছে)

ডঃ অনিল কুমার বনাম বিহার রাজ্য, (১৯৯৮) ৯ এস. সি. সি ৪০৫ মামলায় এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চ এম. নীতি চন্দ্রকে (সুপ্রা) বহাল রেখেছিল, তবে এটি যে পরিমাণে বলেছিল যে কোনও এম. আর. সি-কে সাধারণ বিভাগ থেকে আসন বেছে নিতে বাধ্য করা উচিত নয়। তবে, এটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এম. নীতিচন্দ্র (সুপ্রা) এই মামলার তথ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। এম. নীতিচন্দ্রের (সুপ্রা) ক্ষেত্রে, এই আদালতকে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে কল্পনা করা হয়েছিল, অর্থাৎ বিহার সরকার, কর্মী ও প্রশাসনিক সংস্কার বিভাগ কর্তৃক জারি করা ১১ নম্বর বিজ্ঞপ্তি-কে২০ ("বিজ্ঞপ্তি নং ২০"), তফসিলি জাতি/পেশাদার প্রশিক্ষণের জন্য মহিলা সংরক্ষণের বিধানের উপর ভিত্তি করে।

"৬. যেহেতু সরাসরি নিয়োগের বিধান রয়েছে যে, সংরক্ষিত শ্রেণীর প্রার্থীরা, যাঁরা মেধার ভিত্তিতে নির্বাচিত হন, তাঁদের সংরক্ষিত আসনের সঙ্গে সামঞ্জস্য করা হবে না, একইভাবে এখানেও একই ব্যবস্থা বজায় রেখে

পেশাদার প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রার্থীদের সংরক্ষিত শ্রেণীর প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত কোটার সাথে সামঞ্জস্য করা হবে না।

হাইকোর্টের সেই রায়, যা এই আদালত এম. নিথি চন্দ্র (উপরোক্ত) মামলায় বাতিল করেছিল, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ভর্তির জন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি পদ্ধতি তৈরি করেছিল, যা বর্তমান মামলার সাথে একেবারেই সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল না। উক্ত মামলায় হাইকোর্ট প্রথমে সংরক্ষিত শ্রেণীর পদগুলো পূরণ করার চেষ্টা করেছিল এবং কোনো সংরক্ষিত শ্রেণীর প্রার্থীকে যদি সাধারণ শ্রেণীতে আসন বরাদ্দ না করা হয় তবে তাকে সামঞ্জস্য করার কথা বলেছিল। এই আদালত এম. নিথি চন্দ্র (উপরোক্ত) মামলায় হাইকোর্ট কর্তৃক গৃহীত আসন বন্টন পদ্ধতিটি এভাবে সংক্ষিপ্ত করেছেন:

"অসঙ্গতি দূর করার জন্য, হাইকোর্ট আসন বন্টনের একটি পদ্ধতি তৈরি করেছিল যেখানে প্রথমে সংরক্ষিত আসনগুলো (অর্থাৎ সাধারণ আসন পূরণ করার আগে) মেধার ভিত্তিতে সংরক্ষিত শ্রেণীর প্রার্থীদের দেওয়া হয়, এবং এইভাবে সমস্ত সংরক্ষিত আসন পূরণ হওয়ার পর, সংরক্ষিত শ্রেণীর অন্যান্য সকল যোগ্য প্রার্থীদের সাধারণ ক্যাটাগরির উন্মুক্ত আসনগুলোর বিপরীতে সাধারণ মেধা প্রার্থীদের সাথে 'সমন্বয়' করা হয় এবং মেধা-কাম-পছন্দ ভিত্তিতে আসন দেওয়া হয় (রায়টির ১১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন)।"

১২. এই ক্ষেত্রে, সাধারণ বিভাগের আসন বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে এমআরসি-র সাধারণ বিভাগের স্থান গ্রহণকারী প্রার্থী ছাড়া সংরক্ষিত বিভাগের অন্য কোনও প্রার্থীকে সামঞ্জস্য করা হবে না। তাছাড়া, বর্তমান ক্ষেত্রে এই বিষয়টি চ্যালেঞ্জের মধ্যে নেই, কারণ উভয় পক্ষই সংরক্ষিত বিভাগের জন্য নির্ধারিত আসন বেছে নেওয়ার জন্য এমআরসি-র অধিকার নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে না। অন্যদিকে, শ্রী নাফড়ে এবং শ্রী প্রসাদ ন্যায্যভাবে বলেছেন যে সংরক্ষিত বিভাগ/বিভাগের জন্য নির্ধারিত আসন বেছে নেওয়ার অধিকার এমআরসি-র রয়েছে। তবে, তারা কেবল উদ্বিগ্ন যে সামগ্রিক সংরক্ষণ ৫০ শতাংশের বেশি হওয়া উচিত নয়।

উপরে উল্লিখিত মামলাগুলি থেকে জানা যায় যে কোনও পরিস্থিতিতে ৫০ শতাংশ সংরক্ষণের বিধি লঙ্ঘন করা উচিত নয়। উপরে উল্লিখিত হিসাবে, মেডিকেল ভর্তিতে একটি এমআরসি-র শেষ সাধারণ যোগ্যতার প্রার্থীর চেয়ে বেশি নম্বর থাকে, তাই তাকে সাধারণ বিভাগের প্রার্থী হিসাবে বিবেচনা করা হবে। সংরক্ষিত বিভাগে কেবল কলেজ আসনের একটি পছন্দ তার জন্য উন্মুক্ত। এইভাবে, প্রতিটি বিভাগে আসনের সংখ্যা স্থির থাকে এবং ৫০ শতাংশ সংরক্ষণের সর্বোচ্চ সীমা লঙ্ঘন করা হয় না।

১৩। রিতেশ আর. সাহ (উপরোক্ত) থেকে এটা স্পষ্ট যে, স্নাতকোত্তর চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভর্তির ক্ষেত্রে, যে এম. আর. সি সংরক্ষিত বিভাগের জন্য রাখা আসন সহ কোনও কলেজে ভর্তির বিকল্পটি বেছে নেয়, তাকে উন্মুক্ত বিভাগের প্রার্থী হিসাবে ভর্তি করা হয়েছে বলে মনে করা হয়। সে এখনও উন্মুক্ত বিভাগের প্রার্থী হিসাবে রয়ে গেছে। সংরক্ষিত বিভাগে কোনও স্থানান্তর নেই, এমনকি যদি কোনও এম. আর. সি সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থীদের জন্য চিহ্নিত আসন বেছে নেয়। সংরক্ষিত বিভাগে যোগ্যতা অর্জনকারী সর্বনিম্ন পদমর্যাদার প্রার্থীরা, তাই এম. আর. সি-র পছন্দের কারণে সংরক্ষিত বিভাগের কলেজ/আসনের বিকল্প থাকতে পারে না, তখন এম. আর. সি-র রেখে যাওয়া সাধারণ বিভাগে উপলব্ধ কলেজ আসনের পছন্দের বিরুদ্ধে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে। তবে এই ধরনের সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থীরা সংরক্ষিত বিভাগে থেকে যায়, এম. আর. সি-র বিকল্প ব্যতীত। সুতরাং, এম. আর. সি-র মতে, সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা ৫০ শতাংশ অতিক্রম করার কোনও সাধারণ কারণ নেই।

১৪। এখানে উপরে আলোচিত বিষয়গুলির আলোকে, উভয় প্রশ্নের উত্তর নিম্নরূপঃ

i) এএমআরসি সংরক্ষিত বিভাগের জন্য নির্ধারিত একটি আসন বেছে নিতে পারে, যাতে কম যোগ্য সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থীদের বিরুদ্ধে তাকে অসুবিধা না হয়। এই ধরনের এমআরসি শুধুমাত্র সাধারণ বিভাগের অংশ হিসাবে বিবেচিত হবে।

ii) এম. আর. সি-র পছন্দের কারণে, একটি সংরক্ষিত বিভাগের আসন 'দখল' করা হয়, এবং সাধারণ বিভাগের প্রার্থীদের জন্য উপলব্ধ পছন্দগুলির মধ্যে একটি আসন খালি থাকে। ফলস্বরূপ, সংরক্ষিত বিভাগের মধ্যে পছন্দ ছিল এমন একজন কম র্যাঙ্কযুক্ত সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থী প্রভাবিত হয় কারণ তিনি আর কোনও পছন্দ পান না।

পরিস্থিতির প্রতিকারের জন্য অর্থাৎ ক্ষতিগ্রস্ত প্রার্থীকে একটি প্রতিকার প্রদান করার জন্য, যে ৫০টি আসন এক্স-এমআরসি-কে বরাদ্দ করা হত, যদি তিনি সংরক্ষিত বিভাগের জন্য একটি আসন বেছে না নিতেন যেখানে তিনি থাকেন, এখন সংরক্ষিত বিভাগের তালিকার সেই প্রার্থী দ্বারা পূরণ করা হবে যিনি এমআরসি-র পছন্দের দ্বারা হেরে যাবেন। এর ফলে সংরক্ষণের শতাংশ ৫০ শতাংশে অপরিবর্তিত থাকে।

১৫. আমরা পুনর্ব্যক্ত করছি যে, কোনও পরিস্থিতিতে ৫০ শতাংশ সংরক্ষণের বিধি লঙ্ঘন করা উচিত নয়।

১৬. হাইকোর্ট এই বিষয়টি নিয়ে সুচিন্তিতভাবে কাজ করেছে এবং সেইসঙ্গে এই বিষয়ে মামলা আইনও করেছে। এটি যথাযথভাবে বলেছে যে রিতেশ আর. সাহ (উপরোক্ত) চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভর্তির বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করেন। আমরা হস্তক্ষেপ করার কোনও কারণ দেখছি না।

১৭। সেই অনুযায়ী আপিল খারিজ করা হয়। খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ নেই।

দেবিকা গুজরাল **আপিল খারিজ**

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal